এ বাঁধন ছিঁড়বো

জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

এ বাঁধন ছিঁড়ব

লেখিকা

দিপালী নাগ

সম্পাদনা

বাণী ভৌমিক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ

প্রথম সংস্করণ ৩০শে ডিসেম্বর □ ১৯৯২

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ৯ই মে □ ১৯৯৪

প্রকাশক

অধিকর্তা
জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

অরুন্ধতী মুখার্জী

মুদ্রণ ও নির্দেশনা

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭২

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
২৫/৩, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯
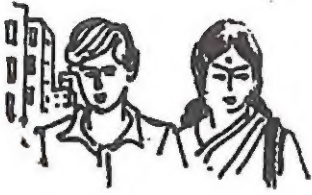
ভূমিকা

শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচীতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে, নয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোন রকমে যদিবা তাদের বিদ্যালয়ে আনা যায় তবে চার-পাঁচ বছর তাদের ধরে রাখা যায় না, ফলে বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থেকে যায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে। তাদের কাছে যতটুকু পারা যায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে স্বল্পকালের জন্য শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা যদি লেখাপড়ার চর্চা ছেড়ে দেয় তবে তারা কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু ভুলে যায়। সেই জন্য প্রয়োজন এমন কিছু স্বশিক্ষণ পুস্তিকা যেগুলো তাদের কাছে শুধু সহজবোধ্যই নয়, পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুগুলিও তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। এরকম স্বশিক্ষণ পাঠ্যপুস্তক পেলে তারা হয়তো লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ 'রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' পক্ষ থেকে বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষণের জন্য এই পুস্তিকামালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তিকাগুলির বিষয়সূচী এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে, যা আশা করা যায়, স্বশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকতর শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, তাদের সমাজ সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়ে কুসংস্কার মুক্ত করে তুলতে সাহায্য করবে।

যাদের জন্য এই স্বশিক্ষণ পুস্তিকাগুলি রচিত তাদের হাতে এগুলোর সদ্ব্যবহার হলে 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বলে মনে করব।

অধিকর্তা।
পপুলেশন এডুকেশন প্রজেক্ট।
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।
পশ্চিমবঙ্গ।
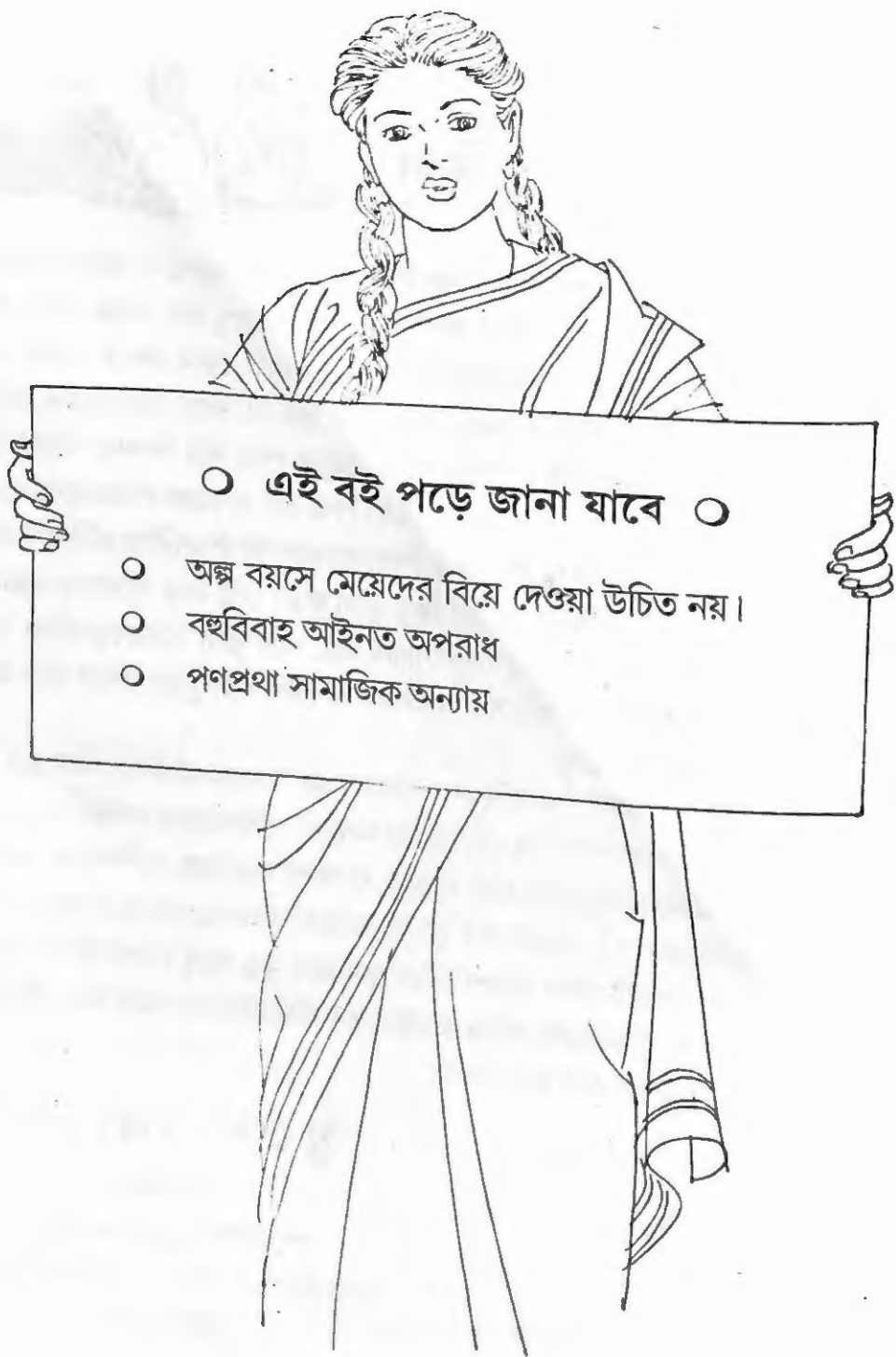
এই বই পড়ে জানা যাবে
অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।
বহুবিবাহ আইনত অপরাধ
পণপ্রথা সামাজিক অন্যায়

।। দুই বন্ধু ।।

অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি মা হয়। অনেক ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। তাদের ছেলেমেয়েরাও দুর্বল হয়।

মীরা ও সরমা। দুই বন্ধু একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। মীরা ছটফটে, হাসিখুশি। সুন্দর স্বাস্থ্য। সরমা ঠিক তেমনটি নয়। তবে দেখেই মনে হয় বুদ্ধিমান। দুই বন্ধুর গলায়-গলায় ভাব। হেসে খেলে দু'জনের কেটে যায় প্রাইমারি স্কুলের পাঁচটি বছর।

বড় স্কুলে সরমা একাই ভর্তি হল। মীরার আর লেখাপড়া হল না। বাবার মত—সেই দুদিন পরেই ত শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে। ঘরের কাজ শিখুক ভাল করে।

মীরার মন খারাপ হয়ে যায়। রোজ বিকেলে পথের ধারে এসে দাঁড়ায়। সরমা এ পথেই ফেরে স্কুল থেকে। তার থেকে স্কুলের গল্প শোনে। কত কিছু পড়ছে সরমা। কত নতুন কথা শিখছে ও জানছে।

পনেরোয় পড়তে মীরার বিয়ে দিল বাবা। দুই বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তবু সরমা খরব পায় মীরার। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে মীরার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা খুশি নয়। মীরার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। মীরা সুখে নেই। এসব শুনে মন খারাপ হয়ে যায় সরমার।

এক এক করে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। সরমা মাধ্যমিক পাশ করেছে। এখন কলেজে পড়ে। বোর্ডিং-এ থাকে। ছুটিতে বাড়ি এলেও মীরার সাথে দেখা হয় না। তবে বন্ধুর খবর পায় সরমা। মীরা এখন তিন ছেলেমেয়ের মা। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

একদিন আচমকা পথেই দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল। মীরার বাবা মেয়েকে পুজোর সময় বাড়ি নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ওর ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে। রোগা, দুর্বল তিনটি শিশু।

মীরাকে দেখে চমকে ওঠে সরমা। একি চেহারা হয়েছে। সেই হাসিখুশি ছেলেবেলার মীরা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। চুল উঠে গেছে। চোখের কোণে কালি।

সরমা এগিয়ে এসে বন্ধুর হাত ধরে। জিজ্ঞেস করে—কেমন আছিস মীরা? কতদিন বাদে দেখা। ম্লান হেসে মীরা বলে—আমার কথা থাক ভাই। তুই কেমন আছিস? দেখেতো ভালই মনে হচ্ছে।

মীরার বাবা অবাক হয়ে দেখছেন সরমাকে। কেমন ঝকঝকে চেহারা। শিক্ষার ছাপ কথাতে, চেহারায়। কে বলবে দু'জনে সমবয়সী! দুই বন্ধুর গল্প জমল না। এখন দু'জনের মধ্যে অনেক তফাৎ। আজ মীরার বাবার মনে হল অত কচি বয়সে মেয়েটার বিয়ে না দিলেই ভাল হত। ভুল হয়ে গেছে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

।। মীরার সমস্যা ।।

বহুবিবাহ বেআইনি। এটা অমানবিক কাজ। মহিলা সমিতি পঞ্চায়েত আর লোক-আদালত মেয়েদের অনেক সমস্যার সুরাহা করতে পারে।

একদিন সরমাদের বাড়িতে এল মীরা। সরমা বন্ধুকে হাত ধরে বসায়। বলে একা এসেছিস? ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনলি না কেন? তারপর কেমন আছিস বল। কদিন থাকবি তো? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরা বলে—আমার আবার থাকা! বন্ধুর সহানুভূতি পেয়েই মীরা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয় সরমা। কম বয়সে পর পর তিনটি ছেলেমেয়ে। সংসারের সব কাজ ঠিকমত করে উঠতে পারে না। শ্বশুরবাড়ির সবাই বিরক্ত। স্বামী ঠিক করেছে আবার বিয়ে করবে। তাই ওকে আর ওর ছেলেমেয়েকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

সরমা রেগে বলল—তুই চুপ করে মেনে নিবি? বাধা দিবি না? এক বউ থাকতে আরেকটি বিয়ে করা তো বেআইনি।

—আমার বাধা দেবার শক্তি কোথায়? আইন-আদালত করব কি করে? লেখাপড়া শিখিনি। টাকার জোর নেই। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে মরতেও পারছি না। তুই বল সরমা, এখন আমি কি করব?

সরমা সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ভাবিস না ভাই। একটা ব্যবস্থা হবেই। এ অন্যায় কিছুতেই হতে দেব না।

মীরাকে দেখে সরমার আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল। কলেজের বন্ধু অপর্ণা। অপর্ণাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত একটি ছেলে। যেমন চমৎকার চেহারা, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা। অপর্ণার মা, বাবা যেন হাতে চাঁদ পেলো।

সরমার কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। অপর্ণার মা, বাবা তার কোন কথাই কানে তুললেন না। সেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল অপর্ণার। তারপরেই ধরা পড়ল ছেলেটার আসল রূপ। রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। প্রতিবাদ করলে মারধর করে। নিরুপায় অপর্ণা একদিন লুকিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। সে লেখাপড়া জানে। তাই একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু মীরা তো বেশি লেখাপড়া শেখেনি। ও এখন কী করবে? কদিন পরে দুই বন্ধুর আবার দেখা হল। স্বামীকে বশ করার জন্য মীরা এক গোছা মাদুলি পরেছে। সরমা বুঝিয়ে বলে মাদুলি পরে, তুকতাক করে কাজ হবে না। সমস্যা তাতে কিন্তু মিটবে না। তার চেয়ে চল্ মহিলা সমিতিতে যাই। ঘরের কথা বাইরে বলতে মীরার লজ্জা হয়। তবুও সরমার কথায় শেষ পর্যন্ত রাজী হল।

মহিলা সমিতির দিদিরা সব কথা শুনে মীরাকে ভরসা দেয়। মীরার স্বামীর সঙ্গে অনেক কথা হয় তাঁদের। তাঁরা বোঝালেন, তোমরা তিনটি ছেলেমেয়ের পিতামাতা, তাদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব তোমাদের দু'জনের। এ দায় এড়িয়ে আবার বিয়ে করতে চাইছ? এ শুধু অন্যায় নয়, আইনের চোখে অপরাধ। জান না গ্রামে পঞ্চায়েত আছে, আবার সরকার লোক-আদালতও বসিয়েছে। একাধিক বিয়ে করলে, বিয়েতে পণ নিলে সাজা হয়ে যাবে তোমার। তারচেয়ে মীরাকে বাড়ি নিয়ে যাও। চিকিৎসা করাও। ভাল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কর। দেখবে মীরা আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। হাসিখুশি হয়ে উঠবে।

মীরার স্বামী ভুল বুঝতে পারল। আবার বিয়ে করার ইচ্ছা ত্যাগ করল। মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল।
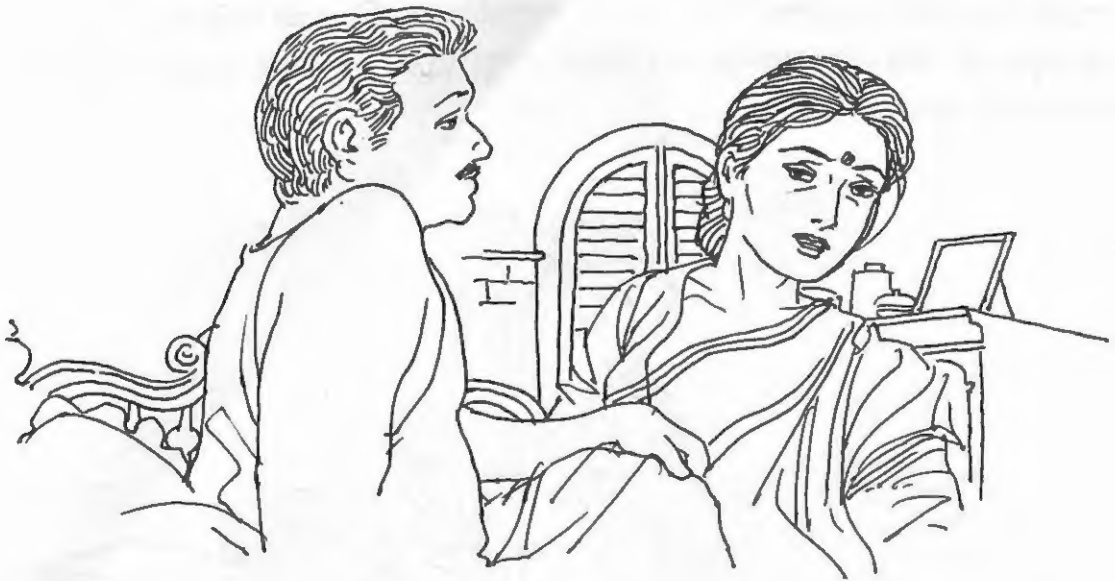
বছর খানেক পর সরমার সঙ্গে দেখা হতেই মীরা তাকে জড়িয়ে ধরল খুশিতে। বলল—আমি ভাল আছিরে। খুব ভাল আছি।

।। মায়ার ভাই ।।

বিয়ে একটি শুভ অনুষ্ঠান। পাওনা-গণ্ডা নিয়ে বধূর উপর অত্যাচার সামাজিক অন্যায়। পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই প্রথা নারীর জীবনকে বিষময় করে তোলে।

মায়ার ভাই কল্যাণ। প্রায়ই যায় মায়ার শ্বশুর বাড়িতে। ও দেখে দিদির দুঃখ, বাবা পণের পুরো টাকা দিতে পারেনি। তা নিয়ে দিনরাত খোঁটা দেয় শাশুড়ি।

একদিন শুনল, দিদিকে জামাইবাবু বলছে—তোমার বাবাকে বল আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিক। কারখানায় যেতে সুবিধা হবে।

মায়া বলল—বাবা টাকা কোথায় পাবে। আমি জানি আমার বিয়েতে বাবার অনেক দেনা হয়েছে। টাকার অভাবে কল্যাণের বই কিনে দিতে পারে নি।

অমনি স্বামী মুখ ভার করে।

শাশুড়ি ফাঁক পেলেই বলে—তত্ত্বের কী ছিরি! আত্মীয়স্বজনের কাছে লজ্জায় মরে যাই।

পরের বছর মায়ার দেওরের বিয়ে হল। এবার শাশুড়ি খুব খুশি। দামী শাড়ি গয়নায় ঝলমল করছে নতুন বৌ। তত্ত্ব দেখে শাশুড়ির চোখ জুড়িয়ে গেল। পণের পুরো টাকাই পাওয়া গেছে। নতুন বৌয়ের আদর-যত্নও তাই বেশি।

ছোটবউ কোন কাজ করতে এলে শাশুড়ি বলে—থাক মা। তোমার কাজ করতে হবে না। ওসব বড় বউ করে দেবে।

কল্যাণ দেখে—দিদির পরনের ময়লা কাপড়। খেটে খেটে চেহারাটাও মলিন।

দিন কেটে যায়।

কল্যাণ লেখাপড়া শেষ করে এখন চাকরী করছে। কলকাতায় থাকে। বাবা ওর বিয়ে ঠিক করে চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে কল্যাণ বিচলিত হয়।

বাবাকে উত্তর লেখে—

শ্রীচরণেষু বাবা,

তোমার চিঠিতে জানলাম ৩০ হাজার টাকা পণ নিয়ে আমার বিয়ের ঠিক করেছ। খবরটা আমার কাছে বড়ই লজ্জার এবং বড়ই দুঃখের। আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে পরের টাকায় এত লোভ কেন? এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

তুমি লিখেছ বিয়ের খরচের জন্য টাকা নিতে বাধ্য হচ্ছ। বিয়ের খরচ তো কন্যা পক্ষেরও আছে। তারা তো আমাদের কাছে টাকা দাবী করছে না। আমাদের যতটুকু সামর্থ্য তার মধ্যেই বিয়ের উৎসব

হবে। পরের টাকায় লোক খাওয়ানোতে কোন বাহাদুরি নেই, গৌরব নেই। আর পণ দেওয়া বেআইনি। এই প্রথা বন্ধ হলে নারী নির্যাতন, বধূহত্যার এত ঘটনা শোনা যাবে না।

বাবা, আমি কোন উদারতা দেখাচ্ছি না। কিন্তু দিদির কথাও আমি ভুলতে পারি না। শ্বশুর বাড়িতে দিদির কী অসম্মান, কী কষ্ট তা আমি দেখেছি। সব অন্যায় দিদি মুখ বুজে সয়েছে। আমি হয়ত এই অন্যায় দূর করার জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারছি না। কিন্তু পণ না নিয়ে, যৌতুক না নিয়ে বিয়ে তো করতে পারি। আমি তাই করব ঠিক করেছি। তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর।

ইতি
তোমার কল্যাণ

অনুশীলনী

কেমন শিখলে নিজেই দেখ—১

উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' লেখো ঃ

১. অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েরা কি তাড়াতাড়ি মা হয়? ☐

২. অনেক ছেলেমেয়ে হলে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে কি? ☐

৩. মা ঠিকমত যত্ন আর খাবার না পেলে তার ছেলেমেয়ে কি দুর্বল হয়? ☐

৪. বিয়ের ব্যাপারে কল্যাণের মতামত কি ঠিক? ☐

প্রত্যেকটি শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও

১. এক বউ থাকতে আবার বিয়ে ——————

২. মাদুলি প'রে, তুকতাক দিয়ে সমস্যা ——————

৩. বিয়েতে পণ নেওয়া ও পণ দেওয়া ——————

৪. মেয়েদের সমস্যা মেটাবার জন্য আছে ——————

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিধিমুক্ত শিক্ষার জন্য 'জনসংখ্যা শিক্ষা' সম্পর্কিত পুস্তিকাগুলির প্রকাশ করেছেন। কর্মশালা পদ্ধতিতে পুস্তিকাগুলির পরিকল্পনা ও রচনা করা হয়েছে।

কর্মশালায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন ঃ

১। শ্রী সুনীল কুমার মুন্সী।
২। শ্রী দীননাথ সেন।
৩। শ্রী শেখর মুখোপাধ্যায়।
৪। শ্রী মনোরঞ্জন ব্যানার্জী।
৫। শ্রী সন্দীপ সেন।
৬। শ্রীমতী রুবী মুখার্জী।
৭। শ্রীমতী প্রভা শ্রীবাস্তব।
৮। শ্রীমতী ছন্দা করঞ্জী চট্টোপাধ্যায়।